জীবন সংগীত
পি·এম পিকচার্স নিবেদিত
চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ পরিবেশিত

পি, এম, পিকচাস্‌´-এর প্রথম নিবেদন

জীবন সংগীত

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর "এই তীর্থ" অবলম্বনে

চিত্রনাট্য-সংলাপ ও পরিচালনা : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়** ॥ সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়** ॥ চিত্রশিল্পী : শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ॥ সম্পাদক : অমিয় মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দেশক : সুনীতি মিত্র ॥ শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল ॥ পুনর্শব্দ যোজক : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ রূপসজ্জাকর : হাসান জামাল ॥ প্রচারসচীব : বিমল মুখোপাধ্যায় ॥ স্থিরচিত্র : ফটো আর্ট্‌স্ ॥ যন্ত্রসংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ পশ্চাৎপট শিল্পী : বলরাম চ্যাটার্জী, নবকুমার কয়াল ॥ তত্বাবধায়ক : গোপাল পাল ॥ পোষাক সরবরাহ : সিনে ড্রেস ॥ সজ্জাকর : বিষ্টু দাস ॥ কেশসজ্জা : চণ্ডীপ্রসাদ সাহা ॥ পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ ব্যবস্থাপক : কালো দাস ॥

রূপায়ণে : অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রীণা ঘোষ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, অসীম চক্রবর্তী, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখার্জী, গঙ্গাপদ বসু, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, অমল লাহিড়ী, অমর বিশ্বাস, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, খগেশ চক্রবর্তী, জগদীশ মণ্ডল, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, কমল রাজ, শিবব্রত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, চন্দ্রশেখর রায়, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক চৌধুরী, প্রভাত দাস, অমিয় বন্দোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম সেন, শক্তি রায়, বিমল মুখোপাধ্যায়, অরুণ সরকার, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণিমা রায়, কুবের হাজরা, ডাঃ প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, বাবলু, সঞ্জীব, মাষ্টার নির্মল ও আরও অনেকে।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : কৃষ্ণকান্ত বসু, সুজিত গুহ, কাজল মজুমদার। সংগীত পরিচালনায় : সমরেশ রায়, নিখিল চ্যাটার্জী। সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায়। চিত্রগ্রহণে : জয় মিত্র, দুর্গা রাহা, নুর আলি। শিল্পনির্দেশনায় : বুদ্ধদেব ঘোষ, শিশির ভট্টাচার্য্য। ব্যবস্থাপনায় : হরি সরকার। শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন, জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, এডেল মূলার, জুগা রাম। রূপসজ্জায় : ভীম নস্কর। আলোকসম্পাত : সতীশ হালদার, ভকত, দুর্খীরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, বেণু ধর, বিশওয়াল। দৃশ্যসজ্জা : পঞ্চু পোরে, কালিন্দী, মণি সর্দ্দার, ননী সর্দ্দার, গোপাল ভৌমিক, মহম্মদ, হারা প্রামাণিক, সন্তোষ, সুশীল বোস, অপূর্ব মিত্র, লালমোহন, জব্বর। রসায়ণাগারে : অবনী রায়, অবনী মজুমদার, মোহন চ্যাটার্জী, তারাপদ চৌধুরী, ধীরেন গুহ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

অন্ধ্র গভর্ণমেন্ট, জগদীশ সেনগুপ্ত, সুজিৎ রায়, অন্ধ্র এসোসিয়েশন কলিকাতা, আনন্দ বাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিমিটেড, সুরফ্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড্, ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং, ললিত মোহন দত্ত এ্যাণ্ড সন্স।

গীতরচনা : অতুল প্রসাদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল বরণ, চণ্ডী বসু, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। কণ্ঠ-সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে,** বাণী দাশগুপ্তা।

১নং এন, টি, ষ্টুডিওতে ওয়েস্টেক্স শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবোরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

কাহিনী

পিতৃমাতৃহীন পরমেশকে তার জ্যেঠামশাইরা পিতৃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন।

শেষ সম্বল সামান্য কিছু টাকা নিয়ে পথে নামলো পরমেশ। ঠিক করলো, আপাততঃ ভবানীপুরে তার এক পরিচিত ভদ্রলোকের মেসে গিয়ে উঠবে।

ট্যাক্সি ক'রে ভবানীপুরের দিকে যেতে যেতে দেখলো, একটি প্রাইভেট্ কারের ধাক্কায়—এক অবাঙ্গালী যুবক ভীষণ আহত, মৃতপ্রায়। পরমেশ তাকে নিয়ে গেল কাছের এক নার্সিংহোমে, তার শেষ সম্বলের অর্দ্ধাধিক টাকা খরচ ক'রে বাঁচিয়ে তুললো সেই অবাঙ্গালী যুবককে।

তারপর একদিন জ্যেঠামশাইদের নির্দ্দেশানুসারে, ভালো চাকরি পাওয়ার আশায়, পরমেশ রওনা হ'লো ভিজাগাপটনমে, তার এক মাসতুতো ভাই—শশীর কাছে।

শশীর কাছে পৌছে পরমেশ বুঝতে পারলো, জ্যেঠামশাইরা মিথ্যে বলেছেন। শশী এখানে কোনো বড় কাজ করে না। তার যা অবস্থা, তাতে তাকেই একটা চাকরি দিয়ে কলকাতায় নিয়ে গেলে ভালো হয়। শশী সে অনুরোধও জানালো নিজের মুখে

কলকাতায় ফিরে আসার আগে শশীর কথায় সীমাচলমে পাহাড়ের উপর প্রহ্লাদ-কৃত মন্দির দর্শনে গেল পরমেশ। ঘটনাচক্রে সেখানে কলকাতারই একটি পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় হ'লো। দু'জন বুড়োবুড়ি আর তাদের ষোড়শী মেয়ে সুদক্ষিণা। ওরা একসঙ্গে কলকাতায় ফিরে এলো।

কলকাতায় ফিরে পরমেশ আরও ঘনিষ্ঠ হ'লো এদের সঙ্গে। প্রকৃত বাপ-মায়ের স্নেহ পেলো এই দু'জন বুড়ো-বুড়ির কাছে। সুদক্ষিণাকে ভালো লাগলো পরমেশের। সুদক্ষিণারও ভালো লাগলো পরমেশকে। সুদক্ষিণার মা বিয়ের কথাও পাড়লেন একদিন, কিন্তু পরমেশ রাজী হ'তে পারলো না। বলল,—তার চাকরি নেই, সে বেকার। তার ঘর নেই, বাড়ী নেই। তবে চাকরি পেলেই সে সুদক্ষিণাকে বিয়ে করবে ব'লে কথা দিল।

দু'পক্ষই আশায় দিন গুনতে লাগলো। অবশেষে অনেক চেষ্টায় চাকরি পেলো পরমেশ কিন্তু পেলো না সুদক্ষিণাকে। সে তখন চলে গেছে সেখানে, যেখানে গেলে আর কেউ কখনো ফিরে আসে না।

সুদক্ষিণার মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়লো পরমেশ। তার উপর ঘটনা পরম্পরায় চাকরি গেল তার। সেই দুঃসময়ে শশী এসে উপস্থিত হ'লো তার কাছে, তখন সে যক্ষারোগগ্রস্ত।

পরমেশ জীবনযুদ্ধে বিব্রত, বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়লো। শশীকে বাঁচাতে বিয়ে করার বিনিময়ে—একটা চাকরি নিলো পরমেশ, কিন্তু শশী বাঁচলো না। পরমেশের সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে সে চলে গেলো।

নিজে বাঁচতে এবং কথা রাখতে বিয়ে করতে হ'লো পরমেশকে। কিন্তু স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারলো না।

স্ত্রী তার কর্ত্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে জয় করলো স্বামীকে। ভালো না বেসে পারলো না পরমেশ, অশিক্ষিতা হ'লেও,—এমন স্ত্রী পাওয়া আজকের দিনে ভাগ্যের কথা।

তাদের সংসারে সুখের হাসি ফুটলো। একটি সন্তানও এলো সেই হাসিকে পরিপূর্ণ করতে।

চরম সুখের মুহূর্ত্তে একদিন ছাঁটাইয়ে চাকরি গেলো পরমেশের। সংসারে দেখা দিল ভীষণ দুর্দ্দিন। এমন দুর্দ্দিন,—যা মহা শত্রুর জন্যেও কামনা করতে নেই।

অকস্মাৎ দেবতার আশীর্ব্বাদের মতন তাদের সংসারে এসে পড়লেন সেই বুড়োবুড়ি। গত তিনবছর যাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না পরমেশের।

বুড়োবুড়ি তখন ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন। তাদেরই ভিক্ষান্নে পরমেশের সংসার কোনো রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। এই জীবন যন্ত্রনা আর সহ্য হ'লো না পরমেশের। ছুটে গেল একদা প্রত্যাখ্যাত সেই স্মাগলারের চাকরির জন্যে। এইভাবে চরমতম অধঃপতনের পথে যখন পরমেশ নামতে বসেছে, তখন সেই অবাঙ্গালী যুবক যাকে একদিন য়্যাক্সিডেন্টের পর বাঁচিয়েছিল পরমেশ, তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা।

সেই যুবক আজ বাঁচিয়ে দিল পরমেশকে, তার জীবনযুদ্ধে। পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি দিল তার নিজের ফার্মে।

সেই বুড়োবুড়িকে বাপ-মা'র মর্য্যাদা দিয়ে নিজের সংসারে নিয়ে এলো পরমেশ। জীবনমৃত্যুর বদলে তার সংসারে কি ভাবে 'জীবন সঙ্গীত' বেজে উঠলো তা' রূপালী পর্দায় দেখতে পাবেন।

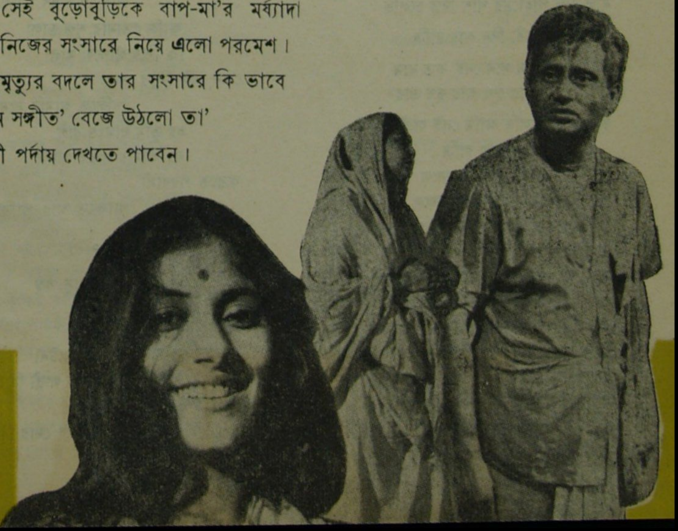

গান

(১)

কথা ঃ চণ্ডীদাস বসু।

কণ্ঠ ঃ হেমন্ত মুখাৰ্জ্জী, সমরেশ রায়,
নিখিল চ্যাটাৰ্জ্জী, অমল চ্যাটাৰ্জ্জী।

জীবনের যাত্রায় আমি এক যাত্রী
কত পথ জনপদ দিন আর রাত্রি।
পার হয়ে চলেছি চলছি—চলব
কত কথা বলেছি বলছি—বলব

সবুজ সবুজ মাঠ নির্জ্জন পথ ঘাট
দুস্তর প্রান্তর চঞ্চল নির্ঝর
নীল নীল পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি

আমি এক যাত্রী দিন আর রাত্রি

শহর নগর গ্রাম মনে নেই কত নাম
ছোট বড় সংসার সুখ আর দুখ ভার

ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছি আমি সেই যাত্রী
দিন আর রাত্রি
আশ্বিনে আশ্বাস পৌষের ফসলে
হলুদ হলুদ ঢেউ চোখে যত উথলে
দেখি আর চলি পথ ছোটে সময়ের রথ
তারই পথ যাত্রী আমি দিন রাত্রি
সব শেষে এই বেশ ভালো ক'রে বুঝেছি
দেশে দেশে বিদেশে যারে শুধু খুঁজেছি
সোনা নয় চুনি নয় ভালোবাসা ভরা মন
ছোট বড় মানুষের হাসি কান্নার ধন
সে পরশমণি মন খুঁজে যাই সারাক্ষণ
আমি চির যাত্রী জীবনের গান গেয়ে
চলি দিন রাত্রি।

(২)

কথা ঃ অতুল প্রসাদ।

কণ্ঠ ঃ হেমন্ত মুখাৰ্জ্জী।

কে আবার বাজায় বাঁশী
এভাঙ্গা কুঞ্জবনে।
হৃদি মোর উঠলো কাঁপি
চরণের সেই রণনে॥
কোয়েলা ডাকলো আবার
যমুনায় লাগলো জোয়ার
কে তুমি আনিলে জল
ভরি মোর দুই নয়নে॥

আজি তোমার শূন্য ডালা
কি দিয়ে গাঁথবো মালা
কেন এই নিঠুর খেলা
খেলিলে আমার সনে॥
হয় তুমি থামাও বাঁশী
নয় আমায় লওহে আসি
ঘরেতে পরবাসী
থাকতে আর পারিনে॥

(৩)

কথা ঃ চণ্ডীদাস বসু।

কণ্ঠ ঃ মান্না দে।

সাজায়ে তোমারে সাধ যে মেটেনা
কহিছে লক্ষ্মী প্রিয়া।
ওগো সুন্দর জয় করেছ যে
নিঃশেষে মোর হিয়া॥

শ্বেত চন্দন মলিন হয়েছে
ও চাঁদ মুখের কাছে,
ফুলমালাখানি সরমেতে মুখ
মাটিতে লুকায়ে আছে,
বল বল ওগো ভুলিবে না
দেশে কি বিদেশে যেথা থাকো বঁধু
এদাসীরে বল ভুলিবে না
বল বল বল ভুলিবে না।
করতল'পরে তুলিতে আনন
উথলে নয়ন বারি
নিমাই কহিল ওগো মোর প্রিয়া
আমি কি ভুলিতে পারি।
মাঝিরে ডাকিয়া কহে বৈঠা জোরে টানো
মোর পরাণের ব্যথা তুমি নাহি জানো
বড়ই চঞ্চল মন না জানি কারণ
কাটিতে চাহেনা এই প্রবাসের ক্ষণ
তীরেতে ভিড়িল তরী হেরিল নয়ানে
আহা কার কুলবধূ অন্তিম শয়ানে
মাটিতে পা দিয়া হেরে এযে লক্ষ্মীপ্রিয়া
কেমন করিয়া গেল জীবন ছাড়িয়া
পুরবাসী কেঁদে বলে দংশিয়াছে লতা
নিমায়ের চোখে জল বড় বাজে ব্যথা
লক্ষ্মী হারানোর ব্যথা কেমন যে সব
নিমাই কহিল আর হেথা নাহি রব।
তরী খুলে দাও মাঝি তরী খুলে দাও
যেথা খুশী ভেসে যাক্ আর না ফেরাও।

(৪)

কথা ঃ সুনীল বরণ।

কণ্ঠ ঃ হেমন্ত মুখাৰ্জ্জী।

জীবনের ঘূরপাকে ঘুরছে যারা
ঘূর্ণিপাকেই তারা আত্মহারা
দুঃখে যাদের শুধু হৃদয় ভরা
এদের কথা বল কে ভাবছে।
এরা অন্ধকারে খোঁজে মনের আলো
মনকে বিলিয়ে দিয়ে বাসছে ভালো
করুণ আঘাতে শুধু ভেঙ্গে না পড়ে
অলখে মোছে তারা অশ্রুধারা
যারা বুকের মাঝে রাখে মরুর তৃষা
দু'চোখে পায়না তারা পথের দিশা
সুখের আশায় দিন গুনছে তারা
এরা অন্ধকারে ব'সে স্বপ্ন ছাখে
স্বপ্নে বিভোর হয়ে দুঃখ ঢাকে
হিসাব মেলাতে শেষে পারেনা ব'লে
লোকের চোখে এরা ছন্নছাড়া।

(৫)

কথা ঃ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।
(যত দূরেই যাই কাব্য গ্রন্থ থেকে)
কণ্ঠ ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

কেউ দেয়নিকো উলু কেউ বাজায় নি শাঁখ
কিছু মুখ কিছু ফুল দিয়েছিল পিছু ডাক
পরণে ছিলনা চেলি গলায় দোলেনি হার
মাটিতে রঙিণ আশা পেতেছিল সংসার
আকাশের নীল গায়ে শপথের ইস্পাত
দরজায় পিঠ দিয়ে বাইরে গভীর রাত
সারা বাড়ী থমথমে সিঁড়ি একদম চুপ
দেয়ালে নাচায় ধোঁয়া জানলায় রাখা ধুপ
মুঠো মুঠো তারা নিয়ে কড়ি খেলছিল মেঘ
ভুলে গেছে বুঝি হাওয়া ঝড় ঝঞ্ঝার বেগ
হঠাৎ যে কোথা থেকে ছুটে এসেছিল ঝড়
ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে দুলে উঠেছিল ঘর
দু'জোড়া বদ্ধ ঠোঁটে থেমে গিয়েছিল গান
চোখে রেখেছিল হাত টেবিলের বাতি দান
জীবনের হ্রদে স্মৃতি চোখ বুজে দিল ঝাঁপ
ভিজিয়ে সে জলছবি তুলে নিল এই ছাপ।

(৬)

কথা ঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

কণ্ঠ ঃ মান্না দে।

দয়াল ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর
তুমিই জানি আৰ্ত্তশিশুর দুঃখ কর দূর।
হে দয়াল ঠাকুর।
অনেক কান্না শুনেছ তুমি
দেখেছ অনেক হাসি
সবার মাঝে নিতুই বাজে
তোমার প্রেমের বাঁশী
ধুয়ে দেয় গো সকল ব্যথা
সুরধনীর সুর।
হে দয়াল ঠাকুর॥
ওগো রাজার রাজা
বিনা দোষে তোমার দেশে
পাচ্ছে কেন সাজা
আর কতকাল চোখের জলে
বাইবে তুমি তরী
দুঃখ-কংস ধ্বংস ক'রে
ফের দেখা দাও হরি
শিশু তীর্থ তোমার স্নেহে
হোক্ না সুমধুর।
হে দয়াল ঠাকুর॥

চণ্ডীমাতার পরিবেশনায় মুক্তি-প্রতীক্ষিত ৪টি ছবি!

দুলালী চৌধুরী প্রযোজিত
সৌমিত্র · সুস্মিতা · বিকাশ · ছায়া দেবী
বিদ্যা রাও · জহর রায় · বঙ্কিম ঘোষ
অভিনীত

চিত্ররঙের

চেনা অচেনা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা হীরেন নাগ
সংগীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
কাহিনী আশাপূর্ণা দেবী

সৌমিত্র
অপর্ণা
সন্ধ্যা রায়
উত্তম কুমার অভিনীত
আর · ডি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

অপরিচিত

পরিচালনা সলিল দত্ত
কাহিনী সমরেশ বসু
সুর রবীন চ্যাটার্জী

উত্তম
সুপ্রিয়া
(দ্বৈত ভূমিকায়)
বিকাশ · পাহাড়ী · তরুণ · ছায়া দেবী অভিনীত

মন নিয়ে

পরিচালনা সলিল সেন
সংগীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
এস · এম ফিল্মস-এর ছবি
প্রযোজনা গিরীন্দ্র সিংহ

উত্তম
সুপ্রিয়া
অভিনীত
অনুরাধা ফিল্মস-এর

বিলম্বিত লয়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
অগ্রগামী
সংগীত
নচিকেতা ঘোষ